তারিখ ... 12 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

যুগান্তর

বন্ধুদের সহযোগিতায় পথ চলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী মতিন (কালো শার্ট) ও জান্নাত (লাল শাড়ি), বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলা ভবনের ৪র্থ তলা থেকে তোলা ছবি যুগান্তর

দুর্ভোগে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা

জাহিদ সুলতান লিখন, *জাবি প্রতিনিধি*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে চরম দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে পার করছেন শিক্ষাজীবন। ক্লাসরুমে ওঠা থেকে শুরু করে আবাসিক হলে থাকা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাদের। প্রতি বছর কোটা ও কোটার বাইরে মেধায় অনেক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তি হন। কিন্তু পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাদের অনেকেই পড়া শেষ করতে পারেন না। এর মধ্যেও যারা শেষ করেন, তারাও এত প্রতিবন্ধকতার কারণে খুব বেশি ভালো ফল করতে পারেন না।

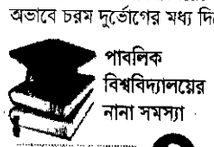

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা অন্যদের থেকেও ভালো করতে পারেন। তারাও কোনো না কোনো দিকে অন্যদের চেয়ে মেধাবী। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ আর সুযোগের অভাবে এ মেধাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা গেলে তারাও সফলতা বয়ে আনবে।

আগে প্রতিবন্ধী কোটায় প্রতি বছর ২-৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলেও ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রতি বছর ১৫ জন করে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী কোটায় ভর্তি করা হচ্ছে। শিক্ষা শাখার দেয়া তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কোটা ও কোটার বাইরে প্রায় ৭০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। এর মধ্যে ৭ জন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। কিন্তু এসব শিক্ষার্থীর জন্য কোথাও (অনুষদ ভবন বা আবাসিক হল) ওঠা-নামার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। তাদের ব্যবহার উপযোগী শৌচাগারও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩টি আবসিক হলের মধ্যে শুধু মওলানা ভাসানী হলের অতিথি কক্ষে একটি হাইকমোড বাথরুম আছে। ফলে অনেক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ওই হলে গিয়ে টয়লেট ব্যবহার করতে হয়। অনেকে ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

দুর্ভোগে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শারীরিক অক্ষমতার জন্য দোতলা বা আরও উপরের তলার ক্লাসরুমে যেতে পারেন না। সহপাঠীরা কোলে অথবা কাঁধে নিয়ে তাদের ক্লাসরুমে পৌঁছে দেন, যা ওই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক সময় বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি করে। এজন্য অনেকেই সব ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারেন না। এর প্রভাব তাদের পরীক্ষার ফলেও লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশের 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' এর ১৬ নম্বর ধারায় প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, শিক্ষার সব স্তরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে একীভূত বা সমন্বিত শিক্ষায় অংশগ্রহণ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্তি, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি ইত্যাদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার।

কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাস্তব অবস্থা ভিন্ন। নিজেদের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে প্রতিবন্ধীদের অনেক সময় অপমানিত হতে হয়। সরকার ও রাজনীতি বিভাগের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী মোছা. মেফতাহুল জান্নাতকে সুফিয়া কামাল হলের পাঁচতলার একটি কক্ষে আসন বরাদ্দ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হওয়ায় পাঁচতলার কক্ষে উঠানামা করা জান্নাতের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য। এ ব্যাপারে জান্নাত তার আবাসিক হলের একাধিক দায়িত্বশীল ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেও কোনো সমাধান পাননি। উল্টো তাকে অপমান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তার সহপাঠীরা।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ করার জন্য ২০০৮ সালে ৬ জুলাই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (পিডিএফ)' নামে প্রথম একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে ১৩টি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কাজ করছে সংগঠনটি। পিডিএফের সাধারণ সম্পাদক সুমন আলী জানান, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্য সমাধানের জন্য আমারা তিন মাস আগে ভিসির কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি। তিনি আমাদের সমস্যাগুলো সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আর কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করিনি।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়ে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগের সভাপতি উজ্জ্বল কুমার মণ্ডল যুগান্তরকে বলেন, প্রতিদিন ক্লাসে আসতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের খুব কষ্ট হয়। আমাদের বিভিন্ন একাডেমিক ভবনগুলোয় লিফট লাগানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গা আছে। লিফট থাকলে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষকরাও খুব উপকৃত হবেন।

নিজেদের সমস্যার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী আজাদ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, শারীরিক কোনো বাধাকেই আমি বাধা মনে করি না। যারা শারীরিকভাবে অক্ষম তাদের জন্য আবাসিক হলগুলোয় সম্ভব না হলেও অন্তত একাডেমিক ভবনগুলোতে র‍্যাম্প (সিঁড়ির বিকল্প ব্যবস্থা) বানানো প্রয়োজন। বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা অবহেলা না করে যদি একটু সচেতনভাবে আমাদের দিকে খেয়াল রাখে তবে আমাদের সমস্যা অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে। অন্যের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (শিক্ষা) মোহাম্মদ আলী যুগান্তরকে বলেন, আগে খুব বেশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত না। ফলে আমাদের কোনো ভবনেই র‍্যাম্প রাখার ব্যবস্থা করা হয়নি। কিন্তু এখন প্রচুর প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। ফলে তাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়ার জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকবার আলোচনাও হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। আশা করছি, দ্রুত এ ব্যাপারে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে।